দৈনিক ইত্তেফাক
63

তারিখ ... 06 JUL 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... 6
২১শে আষাঢ় ১৩৯৪

শতাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৈন্যদশা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৫ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)—জেলার সাতটি উপজেলার একশত দুইটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদের অবস্থা করুণ হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন সময় ধসিয়া দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ২০টি, বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ১৫টি, কসবা ও আখাউড়া উপজেলার ২১টি, সরাইল উপজেলার ১১টি, নবীনগর উপজেলার ২০টি ও নাসিরনগর উপজেলার ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ও দেয়াল জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা বিভাগ হইতে উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবুও বিকল্প স্থানের অভাবে অনেকে আশঙ্কার মধ্যেই ক্লাস করিতেছে। অনেক বিদ্যালয়ের ক্লাস গ্রামের কাচারী ঘরে, এমনকি গাছতলায়ও অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আদালত ভবন

পিরোজপুর সংবাদদাতা জানান, দীর্ঘদিন ধরিয়া স্থানীয় জেলাজজ আদালত ভবনটির (সাবেক মুন্সেফ কোর্ট) মেরামতও সংস্কার না করায় বর্তমানে উহা এক মারাত্মক বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জানমালের সমূহ বিপদের ঝুঁকি নিয়া সেখানে এখন ৪টি আদালত ও সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহের কাজকর্ম চালান হইতেছে। অথচ স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ গত ২৫-১১-৮৫ তারিখে উক্ত আদালত ভবনটিকে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকাশ, ১৯২৬ সালে আদালত ভবনটি নির্মিত হওয়ার পর সাধারণ চুনকামের কাজ ছাড়া উহার বড় ধরনের কোন মেরামত বা সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয় নাই। দোতলার বারান্দাসহ ভবনটির বিভিন্ন স্থানে বিরাট বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বর্ষার মওসুমে উহার ছাদ দিয়া ব্যাপকভাবে বৃষ্টির পানি পড়িতেছে।

সংশ্লিষ্ট অফিস সূত্রে প্রকাশ, ভবনটির তাকসমূহে রক্ষিত অসংখ্য রেকর্ডপত্র বৃষ্টির পানি পড়িয়া ইতিমধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমনকি আলমারীগুলিতে রক্ষিত মূল্যবান দলিলদস্তাবেজও ছাদ হইতে চুয়ানো পানি হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। বিভিন্ন স্থানে অয়েল পেপার দিয়া উহা রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা চালান হইতেছে। সম্প্রতি দুই দফায় ২/৩ দিন ধরিয়া মুষলধারে অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে কয়েকটি আদালতের কাজ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ঐ ভবনটির বিভিন্ন এজলাস ও বারান্দায় ৪/৫ ইঞ্চি পানি জমিয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, আদালত ভবনটিতে জেলাজজ, অতিরিক্ত জেলাজজ, সাবজজ এবং সহকারী জেলাজজের এজলাসসহ সংশ্লিষ্ট কোর্টের অফিসসমূহ রহিয়াছে।

আদালত কর্তৃপক্ষ সূত্রে প্রকাশ, অবিলম্বে ভবনটির মেরামতের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নাই। জনৈক অফিস কর্মকর্তা জানান, জরুরী ভিত্তিতে আদালত ভবনটির মেরামত ও সংস্কার করার আবেদন সম্বলিত একটি পত্র পুনরায় বিগত ২৬-৬-৮৭ ইং তারিখে একজন বিশেষ সংবাদবাহকের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

৮ জন ছাত্র আহত

জনৈক সংবাদদাতা জানান, মীর্জাগঞ্জ উপজেলার ১৯৬০ সনে প্রতিষ্ঠিত উত্তর সুবিদখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যে কোন সময়ে সমূলে ধসিয়া পড়িতে পারে। দীর্ঘদিন পূর্বে বিদ্যালয় ভবনটি ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণার পরও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে ইহাতে ক্লাস চালানো হইতেছে। ইতিমধ্যে ছাদের অংশবিশেষ ধসিয়া পড়িয়া বিদ্যালয়ের ৮টি ছেলেমেয়ে আহত হয়। প্রতিনিয়তই ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়ে।